হয়ে উঠুন অপ্রতিরোধ্য এপ্রিল 2015, ₹ 40

A Times of India publication

FEMINA ফেমিনা

PRESENTED BY

হিরো অ-সাধারণ মেয়ে

সুচিন্তিত পরিষেবা প্রবীণদের জন্য

এ শহরে এমন বহু মানুষ আছেন, যাঁরা বয়সের ভারে অসহায় এবং পাশে থাকার মতো কোনও আত্মীয় বা স্বজন নেই। শীর্ষা গুহ-র 'দীপ প্রবীণ পরিষেবা' এঁদেরই জন্য এনেছে বিশেষ কাস্টমাইজ়ড সার্ভিস। লিখছেন রুদ্রাণী ভট্টাচার্য

জন্মেছেন ডেনমার্কে, বড়ো হয়েছেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে। কলেজে পড়ার সময়টায় ছিলেন দক্ষিণ ভারতে, তার পর আবার চলে গিয়েছেন আমেরিকায়। সেখানে তাঁদের মেডিক্যাল স্কুলের ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আমেরিকার শাখা যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং সেই বিপুল কর্মকাণ্ডের অনেকটা দায়ভারই তাঁর কাঁধে— সেন্ট জেমস স্কুল অফ মেডিসিন-এর তিনি সিওও। তবে শীর্ষা গুহ চমৎকার বাংলা বলেন, কুর্গের এক আর্মি অফিসারের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও তিনি মনে-প্রাণে বাঙালি। "আসলে দেশে না থাকলে বোধহয় মানুষ দেশের কথা বেশি ভাবতে আরম্ভ করে! অন্তত আমার বাবাকে দেখে তাই মনে হয়। গত 15 বছর ধরে আমরা আমেরিকায় এত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা করছি, কিন্তু বাবা সারাক্ষণ আক্ষেপ করতেন, 'দেশে কিছু করতে পারলাম না!' ঠিক এই অনুভূতিটা থেকেই জন্মেছে 'দীপ প্রবীণ পরিষেবা'।"

কলকাতায় জেরিয়াট্রিক কেয়ার

2013 সালে সপরিবারে কলকাতায় একটা ট্রিপে

এসেছিলেন শীর্ষারা। "আমরা সবাই দেখা করতে গিয়েছিলাম এক প্রবীণ আত্মীয়ার সঙ্গে। একসময় তিনি খুব ছটফটে, প্রাণবন্ত ছিলেন, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমছিল আত্মবিশ্বাস, বন্ধুবান্ধবরাও একে একে মারা যেতে আরম্ভ করায় তাঁকে একাকীত্ব গ্রাস করছিল। তখনই বাবার মাথায় আসে শহরে প্রবীণ পরিষেবার পরিকল্পনা চালুর ভাবনাটা।"

বিদেশে সাধারণত সরকার এবং নানা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই অসহায় এবং একাকীত্বে ভোগা বয়স্ক মানুষদের দেখাশোনার দায়িত্বটা নেয়, এদেশে তেমন কোনও সেট-আপ এখনও নেই। ভারতবর্ষে বরাবরই যৌথ পরিবার ব্যবস্থা চলে এসেছে এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরও সংসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, কেউই নিজেকে ব্রাত্য মনে করতেন না। কিন্তু সেই ছবিটা খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে, বিশেষ করে এ রাজ্যে সেটা চোখে পড়ছে খুব বেশি করে। চাকরি বা পড়াশোনার সূত্রে বিদেশ পাড়ি দিতে বাঙালির কোনওকালেই কোনও অনীহা ছিল না। ইদানীংকার প্রায় সব পরিবারেই যেহেতু একটি বা দু'টি সন্তান, তাই তাঁরা শহর বা দেশছাড়া হয়ে পড়লে নিতান্তই একা হয়ে পড়েন বয়স্ক মা-বাবা। সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে কমার সম্ভাবনা ক্ষীণ। সব দিক বিবেচনা করে শীর্ষারও মনে ধরেছিল আইডিয়াটা। "আমরা শুরুটা করেছিলাম খুব ছোট করে, সল্টলেক থেকে। মাসখানেকের ছুটিতে যতটা গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব, ততটা করে ফিরে গিয়েছিলাম আমেরিকায়। তবে আমি দু'-মাসে একবার করে আসতাম কাজকর্ম দেখতে।" অল্পদিনেই 'দীপ প্রবীণ পরিষেবা'র নাম ছড়িয়ে পড়ল মুখে-মুখে। প্রায় বছরখানেক অবশ্য স্বামীর দু' বছরের পোস্টিংয়ের সৌজন্যে দুই খুদে সন্তান-সহ শীর্ষা কলকাতাতেই আছেন।

সম্পর্ক তৈরির সার্ভিস

এই মুহূর্তে দীপের সদস্য 50-এর আশেপাশে, প্রতি সপ্তাহেই সংখ্যাটা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। হেল্পলাইনে অজস্র ফোনও আসে দেশ-বিদেশ থেকে। এঁদের ছ'জন সহায়ক আছেন, যাঁরা ফিল্ডে গিয়ে বয়স্কদের দেখভালের কাজটা করে থাকেন। প্রত্যেকেই গ্র্যাজুয়েট, কারও কারও মেডিকাল ট্রেনিংও আছে। "আমরা সহায়কদের নিয়োগের সময় যে জিনিসটার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিই, তা হল তাঁদের ব্যবহার। ধৈর্যশীল, নম্র, কমপ্যাশনেট না হলে এ কাজ করা মুশকিল। আর হ্যাঁ, আমরা প্রত্যেকের রেকর্ড চেক করে নিই ভালোভাবে। কারণ এর সঙ্গে নিরাপত্তার প্রশ্নটাও জড়িত।" সংবাদমাধ্যম

"কেউ চান চিড়িয়াখানায় যেতে, কেউ আবার আত্মীয়ের বাড়ি বা ডাক্তার দেখাতে— সহায়ক তাঁদের সঙ্গে থাকেন। এক সভ্যের ডায়ালিসিস চলছে, আমরা পুরো প্রসেসটায় তাঁর পাশে আছি।"

সভ্যদের সঙ্গে শীর্ষা-সহ টিমের অন্যরা

বা ইন্টারনেটে দেখে তাঁদের পরিষেবা সম্পর্কে কেউ আগ্রহী হয়ে যোগাযোগ করলে ম্যানেজাররা বাড়িতে গিয়ে খতিয়ে দেখেন সরেজমিন পরিস্থিতি। তার পর উপভোক্তা বা অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নেওয়া হয় কী কী সার্ভিস জোগানো হবে। ক্রেতার চাহিদা বুঝে সার্ভিস কাস্টমাইজ করে নেওয়া হয়। "কেউ চান চিড়িয়াখানায় যেতে, কেউ আবার আত্মীয়ের বাড়ি বা ডাক্তার দেখাতে— সহায়করা তাঁদের সঙ্গে থাকেন সর্বক্ষণ। আমাদের একজন সভ্যের ডায়ালিসিস চলছে, নিয়ম করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, পুরো প্রসেসটায় পাশে থাকার দায়িত্বও আমরা নিয়েছি।" টিমে ডাক্তাররা আছেন, আছেন জেরিয়াট্রিক বিশেষজ্ঞ, নিয়মিত সভ্যদের স্বাস্থ্য পরীক্ষাও হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ সবচেয়ে বেশি করে যেটা চায়, তা হল সাহচর্য, মনের কথা বলার সঙ্গী। আর সেটা মাথায় রেখেই শীর্ষা বলছেন, "আমরা আসলে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারটাতেই বেশি জোর দিই।"

Magazine – Femina (Bengali)

Page 88 & 89

Date – April, 2015 issue